

দেশে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ২৩,৬৪৬টি, এর মধ্যে ১৯,৬৮৩টি রেজিস্টার্ড

কাগজ প্রতিবেদক : শিক্ষামন্ত্রী এ এস এইচ কে সাদেক জানিয়েছেন, প্রাথমিক বিদ্যালয়কে রেজিস্ট্রেশন দেওয়ার প্রথা পরিবর্তন করা হয়েছে এবং '৯৬ সালের ৫ নভেম্বর 'বেসরকারি উদ্যোগে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন, চালু ও রেজিস্ট্রেশন প্রদান সংক্রান্ত নতুন নীতিমালা' জারি করা হয়েছে।

তিনি বলেন, এ নীতিমালার শর্তপূরণসাপেক্ষে প্রথমে বিদ্যালয় স্থাপন ও চালুর অনুমতি প্রদান করা হয়। একবছর কর্তৃপক্ষের পর্যবেক্ষণে থাকার পর উদ্যোক্তাগণ অনুমতিপ্রাপ্ত বিদ্যালয়টির রেজিস্ট্রেশনের জন্য আবেদন করলে তিনবছরের জন্য অস্থায়ী রেজিস্ট্রেশন দেওয়া হয়।

তিনি জানান, পরবর্তীকালে তিনবছর মেয়াদি দুবার নবায়ন করা হলে স্থায়ী রেজিস্ট্রেশন বলে গণ্য করা হয়ে থাকে। গতকাল সংসদে বিএনপি সাংসদ হাফিজুর রহমানের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি একথা জানান।

সাংসদ মুহিবুর রহমান মানিকের অপর এক প্রশ্নের জবাবে শিক্ষামন্ত্রী জানান, দেশে বর্তমানে বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ২৩ হাজার ৬৪৬টি, এর মধ্যে রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ১৯ হাজার ৬৮৩টি এবং আন-রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৩ হাজার ৯৬৩টি। এ বিদ্যালয়গুলো সরকারিকরণের কোনো পরিকল্পনা আপাতত নেই।

মাদ্রাসা শিক্ষা বন্ধ নয়

শিক্ষামন্ত্রী বলেছেন, শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টে মাদ্রাসা শিক্ষা বন্ধের কোনো প্রস্তাব নেই। তিনি বলেন, বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাস করে শিক্ষার মান উন্নয়নের প্রস্তাব রয়েছে। তিনি বলেন, সংসদে আলোচনা করেই নতুন শিক্ষানীতি প্রণয়ন করা হবে। গতকাল সংসদে গাজী শাহজাহানের এক সম্পূর্ণ প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা জানান।

নিরক্ষরতা মুক্ত বাংলাদেশ

শিক্ষামন্ত্রী জানিয়েছেন, ২০০৫ সালের মধ্যে নিরক্ষরতা মুক্ত বাংলাদেশ গঠনের লক্ষ্যে সরকার ৪টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। তাছাড়া প্রাথমিক শিক্ষা সম্প্রসারণের মাধ্যমে স্বাক্ষরতা বাড়ানোর উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। গতকাল সংসদে মুহিবুর রহমান মানিকের এক সম্পূর্ণ প্রশ্নের জবাবে তিনি একথা জানান।

শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধি

শিক্ষামন্ত্রী বলেছেন, বর্তমানে সরকার তাদের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সরকারি শিক্ষকদের বেতন বাড়িয়েছে। সরকারি শিক্ষকদের অনুপাতে বেসরকারি শিক্ষকদের বেতনও বাড়ানো হয়েছে। তিনি বলেন, অতীতের মতো এবার শিক্ষকদের বেতন বাড়ানোর জন্য আন্দোলন করতে হয়নি। গতকাল সংসদে মশিউর রহমানের এক সম্পূর্ণ প্রশ্নের জবাবে তিনি একথা জানান।

যৌনশিক্ষা

শিক্ষামন্ত্রী জানিয়েছেন, জনসচেতনতা বাড়ানোর জন্য শিক্ষা কারিকুলামে যৌনশিক্ষা অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়টি বিবেচনা করা হবে। গতকাল সংসদে জাতীয় পার্টির সাংসদ তাসমিমা হোসেনের এক সম্পূর্ণ প্রশ্নের জবাবে তিনি একথা বলেন। তাসমিমা হোসেন বলেন, দেশে ক্রমবর্ধমান ধর্ম প্রতiroধে জনসচেতনতা বাড়ানোর জন্য যৌনশিক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণের প্রস্তাব করেন।

ধর্মিতাদের পুনর্বাসন

মহিলা ও শিশুবিষয়ক প্রতিমন্ত্রী চাঁদ মোজাম্মেল হোসেন বলেছেন, মহিলাবিষয়ক অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত 'মহিলা সহায়তা কর্মসূচি' প্রকল্পের মহিলা সহায়তা কেন্দ্রে ১৯৯৬ সালের ২৩ জুন থেকে এ পর্যন্ত ১৪ জন ধর্মিতা মহিলাকে সাময়িক পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তিনি জানান, আবাসন কেন্দ্রে অবস্থানকালে তাদেরকে বিনামূল্যে খাদ্য, বস্ত্র, চিকিৎসা, প্রশিক্ষণ ও প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান করা হয়েছে। মশিউর রহমানের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি একথা জানান।